55

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

প্রাথমিক বৃত্তির কোটায় শহুরেদের ভাগ

চাঁদপুর সংবাদদাতা ঃ অবৈধ ছাড়পত্রের মাধ্যমে শহরের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়ে ভর্তি দেখাইয়া বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এবং গ্রামাঞ্চলের বৃত্তির কোটা শহরের ছেলেদের দ্বারা পূরণ করার কয়েকটি অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। এই কাজটি এক শ্রেণীর অসাধু শিক্ষক দ্বারা সুকৌশলে বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ চলিয়া আসিতেছে।

সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে বৃত্তির কোটা চালু করেন। কিন্তু কতিপয় শিক্ষক গ্রামাঞ্চলের এই বৃত্তির কোটা পূরণ করার লক্ষ্যে শহরের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকগণের নিকট হইতে মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে শহরের ছাত্র-ছাত্রী দ্বারা গ্রামাঞ্চলের বৃত্তির কোটা কাড়িয়া নিতেছে। যাহা শিক্ষা বিস্তারে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, গ্রামের ছাত্রদের মেধা বিকাশের পথেও বাধা সৃষ্টি হইতেছে। শিক্ষা অধিদপ্তরের আদেশ লংঘন করিয়া চাঁদপুর জেলার কতিপয় শিক্ষক আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করিয়া এই কাজটি করিতেছেন।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গিয়াছে যে, গত বছর সেপ্টেম্বর-অক্টবর মাসে চাঁদপুর সরকারী হাচান আলী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে অবৈধ ছাড়পত্র দিয়া বিভিন্ন থানার সুবিধাজনক প্রাঃ বিদ্যালয় হইতে '৯৩ সালের বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে বৃত্তি প্রাপ্ত ১০ জন ছাত্র-ছাত্রী কোথায় কোন স্কুল হইতে পরীক্ষা দিয়াছে, তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। মোঃ আলী আকবর রোল নং-২১৬ ২য় গ্রেড, নিজমেহা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শাহরাস্তি, শাহ মোঃ ইফতেখারুল আলম রোল নং-৬, গ্রেড-২, ২নং বালক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুরানবাজার, মোঃ নূরুল কাদের সিদ্দিকী রোল নং-৯৬ ২য় গ্রেড, লোহাগড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফয়সল আহমেদ রোল নং-১৬৬ ২য় গ্রেড, পশ্চিম নাউতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফরিদগঞ্জ থানা হাবিবুন্নবী আশিকুর রহমান, রোল নং-৩৩৬, ১ম গ্রেড দঃ দড্ডা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাজীগঞ্জ, মোঃ রিয়াজ উদ্দীন আরিফ রোল নং-৬১২, দ্বিতীয় গ্রেড, পূর্ব জাফরাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, পুরানবাজার, মোঃ আহসান উদ্দিন রোল-২৫৭, ১ম গ্রেড দরবেশগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কচুয়া, তানভীর আহমেদ রোল ২৫৬ ১ম গ্রেড দরবেশগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কচুয়া, মোঃ সাখাওয়াত হোসেন রোল ৪৪২ দ্বিতীয় গ্রেড ছোট সুন্দর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, চাঁদপুর, সুবর্ণা মজুমদার রোল ২৯০, ১ম গ্রেড, উপাদীক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফরিদগঞ্জ। তাহারা সকলেই হাচান আলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত অধ্যয়নরত ছিল বলিয়া জানা যায়। বর্তমানে শেষোক্ত ১ জন ছাড়া বাকী সকলেই হাচান আলী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং সুবর্ণা মজুমদার মাতৃপীঠ সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উপরোক্ত ১০ জন ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকগণ কখনো চাঁদপুর হইতে অন্যত্র চাকুরীজনিত কারণে অথবা অন্য কোন কারণে স্থায়ী আবাস চাঁদপুরের বসতবাড়ী ছাড়িয়া উল্লেখিত থানায় যায় নাই। কিন্তু শিক্ষকদের দুর্নীতির কারণে সরকারী আদেশ উপেক্ষা করিয়া প্রাথমিক বৃত্তির এই কোটা এক থানার ছাত্র-ছাত্রী অন্য থানায় অলিখিতভাবে বিক্রয় করিতেছে।

এই ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্ত করিলে বিগত বছরগুলির এইরূপ কারসাজির ঘটনা ধরা পড়িতে পারে বলিয়া কতিপয় শিক্ষক মন্তব্য করিয়াছেন।

এই ব্যাপারে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, এই ধরনের অভিযোগ তিনিও পাইয়াছেন এবং ২/১টি ঘটনা তদন্ত করিয়া তাহার কোন সত্যতা পান নাই। বাকীগুলি তদন্তাধীন আছে।